১০-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব সতর্ক হও, যেন তোমাদের কোনও কর্ম বিকর্ম না হয় । যে কোনও কর্ম করার আগে প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমত্ নাও"

প্রশ্নঃ - বিকর্ম থেকে কে বাঁচতে পারবে ? কোন্ বাচ্চারা বাবার থেকে সহায়তা পাবে ?

উত্তরঃ - যারা বাবার প্রতি সর্বদা সত্ থাকে, এবং যারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বিকর্ম দান করে এবং আবার ফিরিয়ে নেওয়ার সংকল্প করেনা, তারা বিকর্ম থেকে বেঁচে যায় । বাবার সহায়তা তাদের প্রাপ্তি হয়। যারা কর্ম, বিকর্ম হওয়ার আগেই বাবার শ্রীমত্ নেয়, তারা সাকার বাবাকে তাদের সমাচার যথার্থভাবে দেয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা কখনও সার্জনের থেকে তোমাদের দুর্বলতা কখনোই লুকিও না । যদি তোমরা তোমাদের বিকার গোপন করো তবে সেগুলো সব বৃদ্ধি পাবে; তোমাদের পদ বিনষ্ট হবে এবং তোমাদের শাস্তিও পেতে হবে ।

গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেওনা . . .

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এই গান শুনেছ যেখানে বাবা বাচ্চাদের সতর্ক করছেন, হে বাচ্চারা! তোমরা এসে এখন ভগবানের হয়েছ । তোমরা জানো যে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান । সারা বিশ্ব বিশ্বাস করে তিনি গড্ ফাদার । তিনি ফাদার মানে আমরা তাঁর সন্তান হলাম । একমাত্র বাচ্চারা তাঁকে পরমপিতা বলবে । তোমরা লৌকিক মা-বাবার সন্তান, এখন পারলৌকিক পিতার সন্তান হয়েছ । কেন? বেহদের বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য । বাবা স্বর্গের রচয়িতা । স্বর্গে নিশ্চয়ই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব । এটা জানার পরে তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ । রাজার কোনও সন্তান যদি না থাকে তবে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন । ধনবান ব্যক্তিদের থেকেই দত্তকপুত্র গৃহীত হয় কোনও গরীব মা-বাবার থেকে নয় । কোনো লাভ থাকলে তবেই বাচ্চা দত্তক নেওয়া হয় । তোমরা এখন জানো যে তোমরা ভগবানের হয়েছ । তোমরা তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের রাজ্যপাটের উত্তরাধিকার লাভ করবে । তোমাদের এমন বাবাকে কখনও ভুলে যাওয়া ঠিক নয়; তাঁর শ্রীমত্ অনুসরণ করে চলা উচিত্ । রাবণের মতে চলে তোমরা ক্রমশঃ পাপাচারী হয়েছ । তোমরা কিন্তু এই পাঁচ বিকারের বশীভূত হয়োনা । কখনও তোমরা ভুলপথে চালিত হয়েছ যদি বুঝতে পারো তবে তত্ক্ষণাত্ বাবার মত্ নেবে । তোমাদের কর্ম বিকর্ম হওয়ার আগে তোমরা বাবাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নেবে, বাবা আমরা কি এই কাজটা করতে পারি ? তখন তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, তোমরা কখনও দেহ -অভিমানে এসো না । তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে প্রতি পদক্ষেপে পরমপিতা পরমাত্মার মতে চলতে থাকো । কখনও যদি কোনো কথা বুঝতে না পারো তবে বাবাকে বলো, অমুকের প্রতি আমার ভালোবাসা হয়েছে বাবা; আমি কামের প্রভাবে প্রভাবিত । অনেক ঝড় আসবে, কিন্তু তোমরা নিজেদের অবশ্যই সামলে রাখবে । যদি তোমরা নর্দমার পাঁকে (gutter) পড়ে যাও, তবে তোমরা বেহদের বাবাকে ভুলে নিজেদের মুখ কালো করবে । বাবা এসেছেন তোমাদের রূপবান বানাতে । সেই কারণে তোমরা পাঁচ বিকারের জালে জড়িও না । তোমরা দেহ-অভিমানে এলে পাঁচ বিকারের বশীভূত হবে আর দেহী-অভিমানী হলে বাবার ভয় থাকবে । তোমরা যদি ক্রমাগত বিকারকে প্রশ্রয় দাও তবে অনেক পাপ জমা হয়ে যাবে, কেননা তোমরা যে আগেই বিকারের দান দিয়েছ । রাজা হরিশচন্দ্রের উদাহরণ আছে, এই সত্যনিষ্ঠ রাজা পুত্রমোহবশে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য তাঁর রাজ্যপাট, স্ত্রী-পুত্র সব

হারিয়েছিলেন, এমনকি তাঁকে নিজেকেও বিক্রি করতে হয়েছিল, সুতরাং, তোমরাও যদি বিকার বশীভূত হয়ে বারবার দান করার প্রতিজ্ঞা করে যা দিয়েছ সেসব ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো, তবে তোমাদের অবস্থাও রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো হবে । এখানে কোনো ধন দানের প্রশ্ন নেই । এখানে তোমাদের পাঁচ বিকারের দান দিতে হবে । তোমাদের সব কাঁটা দান করে দাও। তবে দান হয়ে গেলে সেসব আর কখনও ব্যবহার কোরোনা । যদি ফিরিয়ে নিতে চাও তবে নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে বাবাকে বলবে । বাবাকে না বললে তোমাদের পাপ ক্রমশঃ বেড়ে যাবে । তোমরা বারবার বিকারের বশীভূত হবে । বাবাকে বললে তোমরা তাঁর সহায়তা পাবে । আমরা শিববাবার সন্তান । আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমরা কখনও হারবো না । এ হলো পাঁচ বিকাররূপী শত্রুকে জেতার বক্সিং । আমরা কখনও ওইসব শত্রুদের কাছে হারবো না । যদি ভূপতিত হও তবে তত্ক্ষণাত্ শিববাবা জেনে যাবেন । তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাকার বাবাকে লিখতে; না লিখলে তোমাদের পাপাচার আরও বেড়ে যাবে আর শাস্তিও শতগুণে পেতে হবে । বাবাকে বললে এই শাস্তি কমে অর্ধেক হয়ে যাবে । অনেক বাচ্চারা আছে যারা নিজেদের কাজে লজ্জিত হওয়ার কারণে তাদের সমাচার বাবাকে দিতে পারেনা । যেমন একজন রোগীর খারাপ অসুখ হলে সার্জনকে বলতে তার বিবেক দংশন হয় । সার্জন কি বলবে ? তার ফলাফল কি হবে ? ফলস্বরূপ তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে । বাবা বোঝান, *"বাচ্চারা তোমরা যদি কোনও পাপাচার করো তোমরা সেটা কোনমতেই লুকিয়ে রেখোনা ! তাহলে তোমাদের পদপ্রাপ্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে আর কল্পের পর কল্প তোমাদের নীচু পদই প্রাপ্ত হবে । তারপরে আবারও জ্ঞান নেওয়ার মতন তোমরা উপযুক্ত থাকবে না" *। কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে বলে, বাবা ! তাদের কি পদের প্রাপ্তি হবে ! প্রথমতঃ, তারা অনেক শাস্তি ভোগ করবে । অন্তিম সময়ে সমস্ত কারমিক অ্যাকাউন্ট তো চুক্তু হবেই, তাই না ! কাশীতে যেমন মানুষ নিজেদের উত্সর্গ করে (কাশী কলবট) । এখন সত্যিকারে তোমরা শিববাবার কাছে নিজেদের উত্সর্গ করেছ অর্থাত্ তোমরা তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছ । *তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করতে তোমরা শিবের হয়েছ (শিবত্ব গুণের অধিকারী হয়েছ) । কিন্তু মানুষ যেভাবে কাশীতে নিজেদের উত্সর্গ করে বাস্তবে সেটা আত্মঘাত । তারা অত্যন্ত ভক্তিতে নিজেদের বলিদান দেয় । তারা যে পাপাচার করেছিলো সেই সময় তার শাস্তি ভোগ করে সেই পাপ থেকে মুক্তি পায় । যতই হোক, তারা পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারেনা । একমাত্র যোগাগ্নি তোমাদের পাপমুক্ত করাতে পারে । মায়ারাজ্যে কর্মাদি পাপপূর্ণই হয়, সত্যযুগে পাপকর্ম হয়ই না, কারণ মায়ারাজত্বই সেখানে নেই । সমগ্র দুনিয়া এখন ভ্রষ্টাচারী । নাম্বার ওয়ান ভ্রষ্টাচার অর্থাত্ বিকারের প্রশ্রয় । যাদের জন্ম ভ্রষ্টাচার থেকে তারা শুধু পাপাচারই করে । এই রাজত্বই যে রাবণের । মানুষ রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালায় কিন্তু তারা জানেনা রাবণ কি ! পাঁচ বিকারকে বলা হয় রাবণ । সত্যযুগে বিকারের অস্তিত্বই থাকেনা । এই কারণে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড । ওখানে দ্বিতীয় কোনও রাজ্য বা ভূমি থাকেনা । ইসলাম এবং বৌদ্ধ সব পরে এসেছে । তারাও প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর তারা রজঃ তমঃ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় । সত্য এবং ত্রেতা যুগে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে বিকারহীন ছিলে । তারপর ধীরে ধীরে তোমরা সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হয়ে যাও । বিকারগ্রস্ত হতে সময় লাগে । সত্যযুগে তোমরা ১৬ কলা সম্পন্ন ছিলে তারপর ১৪ কলা এবং তারপর ক্রমশঃ তোমাদের কলা কমে যায় । কারণ তখন উতরতি কলা । এখন তোমাদের চড়তি কলা । চড়তি কলা রাম তৈরি করেন উতরতি কলা রাবণ । যেমন চাঁদের কলা ধীরে ধীরে কমতে থাকে । দুনিয়াও ঠিক এরকমই । এখন নো কলা বিদ্যমান । এইরকম সময়েই এসে বাবা আবারও তোমাদের ১৬ কলা সম্পূর্ণ তৈরী করেন । এই সমগ্র খেলা ভারতভূমিতে । বর্ণও ভারতেই । তা না হলে ৮৪ জন্মের হিসাব কিভাবে হবে ! বাবা বোঝান, এ হলো আয়রন এজড্

দুনিয়া । কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি । দেবী-দেবতা ধর্মে যাঁরা ছিল তারাই ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আবার তারাই আসবে । তোমরা এসেছিলে তাই না ! দেখ ঝাড়ের অন্তে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন । তারা তমঃপ্রধান এবং নীচে তপস্যা করছে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য । ব্রহ্মা যেমন তপস্যা করছেন, সেইরকম ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও করছে । এখন যে ব্রহ্মা তপস্যা করছেন পরমাত্মা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দেন । উঁনি ব্রহ্মাকে বলেন এবং বাচ্চাদেরও বলেন , কল্প বৃক্ষের নীচে বাবা এবং তোমরা বাচ্চারা দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য তপস্যা করছ । ওই মন্দির যথার্থরূপে তোমাদের জড় স্মৃতিচিহ্ন ।

যদি কোনও বাচ্চা বুদ্ধিমান হয়, সে ওই মন্দিরের যথার্থ হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি দিতে পারবে যে, এই মন্দিরই সবচেয়ে উঁচু থেকেও উঁচু মন্দির । এখানে মাম্মা, বাবা এবং বাচ্চারাও তপস্যা করছে । যাঁরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন তাঁদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বিদেশিরা শুনলে, বলবে যে, এই মন্দির আমাদের বাবার যিঁনি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন । এই সময়ে তিঁনি এখন এখানে প্র্যাকটিক্যাল আকারে । এতো কেউ জানেনা । এইসব চিত্র অন্ধশ্রদ্ধা থেকে বানানো হয়েছে । একে বলা হয় ভূত (প্রকৃতির পাঁচ তত্বের যে কোনও একটি) পূজা, পুতুলপূজা । গুরু নানক-আত্মা, যে শিখধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল *সেই আত্মা নতুন ছিলো; সে পবিত্র ছিলো* । সেই আত্মা কোথা থেকে এসেছিল ? সে নিশ্চয়ই কোনও শরীরে প্রবেশ করেছিলো । পবিত্র আত্মা কখনও দুঃখ ভোগ করতে পারেনা । প্রথমে তাকে সুখ ভোগ করতে হবে, পরে দুঃখ । যখন আত্মা এমন কোনও বিকর্ম করেইনি তবে কেন সে দুঃখ ভোগ করবে ? আমরাও প্রথমে পূর্নতাপ্রাপ্ত থাকি তারপর ধীরে ধীরে কলা কমে যায় । প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এটা একই । মানুষ ডাকে, হে পতিত-পাবন, এসো ! সুতরাং, তিঁনি নিশ্চয়ই এসে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরনো দুনিয়ার বিনাশ করবেন । এইরকম বলা হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা আর শংকরের দ্বারা বিনাশ । বাবা কতো সহজভাবে বুঝিয়ে দেন । যাঁরা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে একমাত্র তাঁদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে, এইজন্য বাবা বলেন, ভক্তদের এই জ্ঞান দাও । তাদের কারও এটা জানা নেই যে, তারা প্রথমে দেবীদেবতা ধর্মের ছিলো এবং পরে তারা আসুরিক হয়েছে । লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন । তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ । যারা পরে আসে তারা ব্রাহ্মণ হয়না । এইসব জিনিস তাদের বুদ্ধিতে বসে পূর্ব কল্পেও যাদের বুদ্ধিতে বসেছিলো । তানাহলে, তারা বাইরে বেরোলে তত্ক্ষণাত্ সবকিছু শেষ হয়ে যায় । এতে পরিশ্রম প্রয়োজন । অন্যান্য জায়গায় তারা শুধু শাস্ত্রের ধর্মীয় কথা শোনে আর তখনই ঘরে ফিরে বিকারের মধ্যে পড়ে । তারা তাদের গুরুদের পুরোপুরি ফলো করেনা, সুতরাং, কিভাবে তাদের ফলোয়ার্স বলা যাবে ! গুরুরাও তাদের কিছু বলেনা । যদি তারা কিছু বলে, তবে একজন ফলোয়ারও থাকবে না, তবে গুরুরা কিভাবে জীবন নির্বাহ করবে ? গৃহস্থীরা তাদের যা দেয় তারা তাই খায় । সুতরাং, তাদের বিকারী মানুষের কাছে জন্ম নিতে হয় । দেবতারা সন্ন্যাস নেয়না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস । সেটা হলো নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস । বাবা এসে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে বোঝান, বাচ্চারা তোমরা যদি সম্পূর্ণ পবিত্র হও তবে রাজ্যপদ পাবে । যদি তোমরা কম পবিত্র হও তোমরা কম পদ পাবে । মাতাপিতাকে তোমাদের ফলো করতে হবে । বাবা বলেন, মা বাবার মতোন পরিশ্রম করলে রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে । মুখ্য ব্যাপার হলো পবিত্রতা । এখন দেহ-অভিমান ছেড়ে দাও । আত্মা বলে, আমি আত্মা, বাবা এসেছেন; আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । একমাত্র পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । মানুষ কুম্ভ মেলার কথা বলে । তিনটে নদীর সংযোগকে তারা বলে সঙ্গম । বাস্তবে সঙ্গম হলো সাগরের সাথে অনেক নদীর মিলন । তোমরা সবাই জ্ঞানের নদী আর বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । বাবা বলেন, আমার সাথে যোগ লাগাও, তবে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে

যাবে । যেভাবেই হোক তোমাদের মরণ হবেই । বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবে । একমাত্র এই সময়েই তোমরা ভক্তির ফল ভগবানের থেকে নিতে পারো । তানাহলে এটা বুঝতে হবে যে তোমরা কোনরকম ভক্তিই করনি । একমাত্র যারা ভক্তি করেছে তারাই এসে তাদের রাজ্যভাগ্যের অধিকার নেয় । বাবা সবকিছু খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন । অন্যান্য আর সকলের বুদ্ধিতে শাস্ত্রের কথাই আছে । এখানে, জ্ঞানের সাগর বাবা বোঝাচ্ছেন, সেইজন্য তোমরা শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছ । রাজধানী স্থাপন করতে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে নানারকম বিঘ্ন আসে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) দেহ-অভিমানে এসে কখনও বিকারের জালে জড়িও না । কর্ম, বিকর্ম হওয়ার আগেই বাবার থেকে মত্ নাও ।

২) মাতাপিতাকে ফলো করতে হবে । উচ্চপদের জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে ।

বরদানঃ- সর্বদা খুশির পৌষ্টিক আহার খেয়ে এবং অন্যের সাথে ভাগ করে, চিন্তামুক্ত ভাগ্যবান ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের খোরাক হলো খুশি । যারা সর্বদা খুশির পৌষ্টিক আহার গ্রহণ করে এবং খুশি বিতরণ করে তারা সৌভাগ্যবান হয় । তাদের হৃদয়ে এই ধ্বনিই গুঞ্জরিত হয়, আমার মতো ভাগ্যবান কেউ নেই । যদি সাগর-তরঙ্গও ডুবাতে আসে তবুও চিন্তা নেই, কারণ যারা যোগযুক্ত হয় তারা সর্বদা সেফ থাকে । এইজন্য সারা কল্পে এই সময়েই তোমাদের নিশ্চিত্ জীবন অনুভূত হয় । সত্যযুগেও চিন্তামুক্ত হবে কিন্তু বাবার দেওয়া জ্ঞান থাকবেনা ।

শ্লোগানঃ- সহজ পুরুষার্থী হতে হলে সবার আশিস নিয়ে নিজেকে ভরপুর করো ।